ভগবদ্বৈমুখ্য-বিপরীত ভগবৎ-সম্মুখ্য বিনা এই দুঃখরাশি নিবৃত্তির অন্য কোন উপায় নাই—এই প্রকার উপদেশ করিতেছেন। (১)

(২) **টীকাচ**—যতোভয়ং তন্মায়য়া ভবেত্ততো বুদ্ধিমান্ তমেব ভজেত্তুপাসীত। নন্বভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতো ভবতি স চ দেহাহঙ্কারতঃ, স চ স্বরূপাস্ফুরণাৎ, কি মত্র তস্য মায়া করোতি অতঃ আহ ঈশাদপেতস্যেতি। ঈশবিমুখস্য তন্মায়য়া অস্মৃতিঃ স্বরূপাস্ফূর্ত্তির্ভবতি। ততো বিপর্য্যয়ো দেহোহস্মীতি। ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশাৎ ভয়ং ভবতি। এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীষ্বপি মায়াসু। উক্তঞ্চ ভগবতা—দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে ইতি। একয়া অব্যভিচারিণ্যাভজেৎ। কিঞ্চ গুরুদেবতাত্মা গুরুরেব দেবতা ঈশ্বর আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাদৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ, ইত্যেষা ॥ ১১ ॥ ২ ॥ কবির্বিদেহম্' । ১ ।

শ্রীল কবিনামে প্রথমযোগীন্দ্র ১১৷২ শ্লোকে নিমি মহারাজকে বলিলেন —হে রাজন্! যতদিন পর্য্যন্ত জীবের ভক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কায়-বাক্য-মনে-কৃত ও ক্রিয়মান লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত কর্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পণ করিবে। এইপ্রকার যোগীন্দ্র মহাশয়ের বাক্য শ্রবণে একটা সংশয় উপস্থিত হয় যে, জীবের নিজস্ব স্বরূপের অস্ফুর্ত্তিজন্য দ্বৈত-প্রপঞ্চ উপস্থিত হইয়াছে; এবং সেইজন্যই ভয়, দুঃখ, শোক প্রভৃতি নানাপ্রকার অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। যেমন রজ্জুস্বরূপের অস্ফুর্ত্তিজন্য সর্পভ্রান্তি উপস্থিত হওয়ায় ভয় প্রভৃতি উপস্থিত হয়। রজ্জুর স্বরূপের জ্ঞানোদয় হইলে, সর্পভ্রান্তি নিবৃত্তা হইয়া ভয়াদি বিদূরিত হইয়া থাকে। তেমনই জীবের নিজস্বরূপ জ্ঞানের বিস্মৃতি হওয়ায় দেহেতে আত্মবুদ্ধি আত্মাতে দেহবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে দেহাদিতে অভিনিবেশ জন্মিয়াছে। সেই অভিনিবেশ জন্য ভয়াদি উৎপন্ন হইতেছে; অতএব ঈশ্বরের মায়ার এ বিষয়ে কি কর্ত্তৃত্ব আছে—যাহাতে পরমেশ্বরকে ভক্তি করিতে হইবে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন— জীবের স্বরূপ-জ্ঞানের অস্ফুর্ত্তি কি স্বতঃই হইয়াছে, কিম্বা মায়াকৃত? যদি বল—স্বতঃই হইয়াছে; তাহা হইলে পুনর্ব্বার অস্মৃতির সম্ভাবনা থাকিয়া যায়, যেহেতু জীবের আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাওয়া স্বভাব আছে। যেটী যাহার স্বভাব, সেটি তাহার অপরিহার্য্য। যদি বল— মায়াকৃত; তাহাও অসম্ভব, যেহেতু মায়া জড়াপ্রকৃতি আর জীব চিৎপ্রকৃতি। জ্ঞান অজ্ঞানের উপমর্দ্দক, কিন্তু অজ্ঞান জ্ঞানের উপমর্দ্দক হইতে পারে না। অতএব, মায়া দ্বারা জীবের স্বরূপাবরণ অসম্ভব; বিশেষত মায়া একটী শক্তি বিশেষ। এই শক্তিটী শক্তিমানের আশ্রয়ভিন্ন স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না;